সংবাদ

29 DEC 2016

□ লুটপাট □ স্বেচ্ছাচারিতা □ দুর্নীতি

অকার্যকর কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

অসাধু কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে একাধিক সিন্ডিকেট

রাকিব উদ্দিন

লুটপাট, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতিতে অকার্যকর হয়ে পড়ছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকার কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিলেও এই বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে উল্টো স্রোতে। এখাতে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। শীর্ষস্থানীয় অসাধু কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী একাধিক সিন্ডিকেট। কারিগরি বোর্ডের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু'টি উচ্চপর্যায়ের কমিটি কাজ করছে।

যদিও অপর একটি তদন্তে ভুয়া খরচের ভাউচার দেখিয়ে প্রায় আট লাখ ৫৩ হাজার টাকা আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে নামকাওয়াস্তে সতর্ক করে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে বোর্ডের আরও ২৫ লাখ ১৪ হাজার ৪০০ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠে, যা আরেকটি তদন্ত কমিটি খতিয়ে দেখছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ৮ ডিসেম্বর সংবাদকে বলেন, '২৫ লাখ ১৪ হাজার টাকার অনিয়মের বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। আমার কাছে এ সম্পর্কে কোন তথ্য নেই।' বোর্ডের অন্যান্য অনিয়মের বিষয়ে তিনি বলেন, 'এ সম্পর্কেও আমার কাছে কোন তথ্য নেই।'

বিভিন্ন অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শীর্ষস্থানীয় একাধিক কর্মকর্তার নেতৃত্বে সংস্থার অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার, ভুয়া ভাউচারে তহবিল লুটপাট, ভুয়া শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন, বিভিন্ন কেনাকাটায় ইচ্ছেমতো ব্যয়, সভা-সেমিনারের নামে মোটা অঙ্কের সম্মানী ভাতা গ্রহণ, প্রশাসনিক অদক্ষতা, ক্ষতার অপব্যবহার, জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির বিস্তার ও স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রচারে সেবার মান নিচে নেমে গেছে। এছাড়া প্রতিদিন বিভিন্ন প্রয়োজনে বোর্ডে আসা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও ঘুষ ছাড়া কোন সেবা পান না। কর্মচারী ইউনিয়নের বিএনপি-জামায়াতপন্থিদের দৌরাত্ম্যও চলছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সারাদেশের প্রায় সাড়ে সাত হাজার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও এগুলোর দাফতরিক দায়িত্ব পালন করে। কারিগরি শিক্ষক সংগঠনগুলোও বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমে বিরক্ত।

এ ব্যাপারে কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'আসলে এই বোর্ডের যে কী কাজ, তারা কারিগরি শিক্ষকদের জন্য যে কী করছে- আমরা তা বুঝতেই পারছি না। এখানে এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অসৎ কর্মচারীরা মিলে সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। এরা সবাই নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত।'

অভিযোগ প্রমাণিত, কিন্তু শাস্তি নেই

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ প্রমাণিত হয়। কিন্তু অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে তাকে দায়সারাভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

এ বিষয়ে গত ২৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব সুবোধ চন্দ্র ঢালী স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে বলা হয়, 'কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান বোর্ড প্রশাসন পরিচালনায় বিচক্ষণতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অনিয়মিত পন্থায় প্রাপ্যতাবিহীন অর্থ গ্রহণ করে অনৈতিক কাজ করেছেন মর্মে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ

অকার্যকর : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

অকার্যকর : কারিগরি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তদন্ত প্রতিবেদনে প্রমাণিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় তাকে এহেন কার্যকলাপের জন্য সতর্ক করা হলো। ভবিষ্যতে তাকে এ ধরনের কার্যকলাপ হতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।' এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বোর্ড চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'এ সম্পর্কে আমার কাছে ডিটেইলস (বিস্তারিত) কোন তথ্য নেই। ডিটেইলস না দেখে কোন মন্তব্য করতে পারব না।' কিন্তু পরবর্তীতে ওই কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ভাউচার জালিয়াতির মাধ্যমে বোর্ডের প্রায় ২৫ লাখ ১৪ হাজার টাকা তুলে নেয়ার অভিযোগ পায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই অভিযোগ তদন্ত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখার অতিরিক্ত সচিব আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরীকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে গত ৩০ নভেম্বর সুবোধ চন্দ্র ঢালী স্বাক্ষরিত আরেকটি আদেশ জারি হয়। এতে বলা হয়, 'কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ভাউচার জালিয়াতির মাধ্যমে ২৫ লাখ ১৪ হাজার ৪০০ টাকা তুলে নেয়ার অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।'

ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দিয়ে বাণিজ্য

জানা গেছে, অনৈতিক পন্থায় বিপুলসংখ্যক ভুয়া শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন করার গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে। নবম শ্রেণীর বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ না নেয়া, এমনকি ফরমও পূরণ না করা বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে অনৈতিক উপায়ে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ দিয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এসব শিক্ষার্থী এবার এসএসসি (ভোকেশনাল) ফাইনাল পরীক্ষার সুযোগ পায়। পরবর্তীতে ফল প্রকাশ হলে এদের এফ-৯ দেখানো হয়। এই ধরনের অপকর্ম করা সম্ভব হয়েছে মূলত রিপ্লেস জালিয়াতির মাধ্যমে। বোর্ডের একটি চক্র ভুয়া নামে আগাম রেজিস্ট্রেশন করে রাখে। পরবর্তীতে এরা ভুয়া শিক্ষার্থীদের কাছে তা বিক্রি করে। এবার নবম শ্রেণীর কয়েকজন ভুয়া শিক্ষার্থীর রোল নম্বর চিহ্নিত হয়, যা- ৭৫৮৭৫৮, ৬৬২৮৯০, ৬৬২৮৪৭, ৭৫৮৭৫৭ ও ৭৫৮৮০৭। এই অনিয়ম খতিয়ে দেখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব একেএম জাকির হোসেন ভুইয়াকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে একেএম জাকির হোসেন ভুইয়া ৮ ডিসেম্বর সংবাদকে জানান, 'তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে, বলা যায় প্রায় শেষ পর্যায়ে। খুব শীঘ্রই প্রতিবেদন দেয়া হবে।'